জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৪

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২-এর ৪৬ নং ধারা মোতাবেক প্রণীত
মাস্টার্স প্রোগ্রামের রেগুলেশন
Master's Programs Regulation
গ্রেডিং ও ক্রেডিট পদ্ধতি অনুযায়ী
(মাস্টার্স ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর)

১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিটি বিষয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রাম থাকবে।

২. **প্রোগ্রামের মেয়াদঃ**

(ক) মাস্টার্স প্রোগ্রামের মেয়াদ হবে এক (০১) বছর।

(খ) মাস্টার্স প্রোগ্রামের মোট ৪টি গ্রুপ থাকবে ঃ মাস্টার্স অব আর্টস (এমএ), মাস্টার্স অব সোস্যাল সায়েন্স (এমএসএস), মাস্টার্স অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ) এবং মাস্টার্স অব সায়েন্স (এমএসসি)।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যে কোন ছাত্র-ছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ থেকে যে বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) অথবা প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সে বিষয়েই মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবে।

(ঘ) মাস্টার্স প্রোগ্রামের শিক্ষাবর্ষ হবে জুলাই-জুন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সিলেবাস অনুযায়ী প্রতি শিক্ষাবর্ষে ক্লাস শুরুর পর থেকে মোট ৩০ সপ্তাহ পাঠদান, ৪ সপ্তাহ পরীক্ষার প্রস্তুতি, ৬ সপ্তাহ চূড়ান্ত বার্ষিক পরীক্ষা কার্যক্রম চলবে। অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

মাস্টার্স প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) Masters of Arts (MA)

১) বাংলা
২) ইংরেজী
৩) আরবী
৪) পালি
৫) সংস্কৃত
৬) ইতিহাস
৭) দর্শন
৮) ইসলামী শিক্ষা
৯) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
১০) লাইব্রেরী এন্ড ইনফরমেশন সায়েন্স

(খ) Masters of Social Science (MSS)

১) অর্থনীতি
২) রাষ্ট্রবিজ্ঞান
৩) সমাজকর্ম
৪) সমাজবিজ্ঞান
৫) নৃ-বিজ্ঞান

(গ) Masters of Business Administration (MBA)

১) হিসাববিজ্ঞান
২) ব্যবস্থাপনা
৩) ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং
৪) মার্কেটিং

(ঘ) Masters of Science (MSc)

১) রসায়ন
২) পদার্থ বিজ্ঞান
৩) গনিত
৮) ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান
৯) পরিবেশ বিজ্ঞান
১০) মনোবিজ্ঞান

৪) পরিসংখ্যান
৫) উদ্ভিদবিজ্ঞান
৬) প্রাণিবিজ্ঞান
৭) প্রাণ রসায়ন
১১) মৃত্তিকা বিজ্ঞান
১২) গার্হস্থ্য অর্থনীতি
১৩) কম্পিউটার সায়েন্স

৩. ভর্তির যোগ্যতা: (মাস্টার্স নিয়মিত)

(ক) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত কোন কলেজ হতে যে বিষয় নিয়ে স্নাতক (সম্মান)/ প্রিলিমিনারী টু মাষ্টার্স পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র/ ছাত্রী কৃতকার্য হয়েছে কেবলমাত্র সে সকল ছাত্র/ছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহে মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবে।

(খ) মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যখন যেভাবে যে বিধি ও নির্দেশ জারী করা হবে তখন তা সেভাবে ছাত্র-ছাত্রী মেনে নিতে বাধ্য হবে।

৪. ভর্তির যোগ্যতা: (মাস্টার্স প্রাইভেট)

ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (প্রাইভেট) পরীক্ষায় পাশকৃত শিক্ষার্থীরা মাস্টার্স পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। তবে ব্যবহারিক ও মাঠকর্ম আছে এমন বিষয়ে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

খ) প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (প্রাইভেট) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর যে কোন সময়-সীমার মধ্যে মাস্টার্স (প্রাইভেট) রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে।

৫. রেজিষ্ট্রেশন:

(ক) রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ৩ বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী একজন শিক্ষার্থী কেবলমাত্র একটি বিষয়ে ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে।

৬. ক্রেডিট-ঘণ্টা:

(ক) শিক্ষাকার্যক্রমসমূহ পরিচালিত হবে ক্রেডিট ঘণ্টার ভিত্তিতে।
(খ) প্রতি সপ্তাহে পাঠদানের জন্য ব্যয়িত এক (১) ক্লাস-ঘন্টাকে এক (১) ক্রেডিট হিসেবে গণ্য করা হবে।
(গ) তত্ত্বীয় পত্রসমূহের জন্য ৬০ মিনিটের একটি ক্লাসকে এক ক্লাস-ঘন্টা।

তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক শিক্ষাকার্যক্রমের জন্য নিম্নে বর্ণিত ক্লাস-ঘন্টা অনুসরণ করা হবে।

ক) তত্ত্বীয় শিক্ষাকার্যক্রম:

৪ ক্রেডিট = প্রতি সপ্তাহ ৪ ক্লাস-ঘন্টা (৩০ সপ্তাহ ১২০ ক্লাস-ঘণ্টা)
২ ক্রেডিট = প্রতি সপ্তাহ ২ ক্লাস-ঘন্টা (৩০ সপ্তাহ ৬০ ক্লাস-ঘণ্টা)

খ) ব্যবহারিক শিক্ষাকার্যক্রম:

২ ক্রেডিট = প্রতি সপ্তাহ ৩ ক্লাস-ঘন্টা

গ) মৌখিক পরীক্ষা:

মৌখিক পরীক্ষা = ৪ ক্রেডিট
মৌখিক পরীক্ষা = ২ ক্রেডিট

০৭. ক) প্রোগ্রামভিত্তিক ক্রেডিট এর বিস্তারিত বিবরণ:

i) এমএ (২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর) ঃ

মোট তত্ত্বীয় কোর্স ৭ টি	(৭ x ৪)	২৮ ক্রেডিট
টার্মপেপার		০২ ক্রেডিট
মৌখিক		০২ ক্রেডিট
	মোট	৩২ ক্রেডিট

প্রত্যেক ৪ ক্রেডিট তত্ত্বীয় কোর্সে ৮০% চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং ২০% ইন-কোর্স থাকবে।

i) এমএসএস (২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর) ঃ

মোট তত্ত্বীয় কোর্স ৭ টি	(৭ x ৪)	২৮ ক্রেডিট
টার্মপেপার		০২ ক্রেডিট
মৌখিক		০২ ক্রেডিট
	মোট	৩২ ক্রেডিট

প্রত্যেক ৪ ক্রেডিট তত্ত্বীয় কোর্সে ৮০% চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং ২০% ইন-কোর্স থাকবে।

i) এমবিএ (২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর) ঃ

মোট তত্ত্বীয় কোর্স ৭ টি	(৭ x ৪)	২৮ ক্রেডিট
টার্মপেপার		০২ ক্রেডিট
মৌখিক		০২ ক্রেডিট
	মোট	৩২ ক্রেডিট

প্রত্যেক ৪ ক্রেডিট তত্ত্বীয় কোর্সে ৮০% চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং ২০% ইন-কোর্স থাকবে।

i) এমএসসি (২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর) ঃ

মোট তত্ত্বীয় কোর্স ৭ টি	(৭ x ৪)	২৮ ক্রেডিট
ব্যবহারিক/থিসিস		০৬ ক্রেডিট
মৌখিক		০২ ক্রেডিট
	মোট	৩৬ ক্রেডিট

বি. দ্র.ঃ প্রত্যেক ৪ ক্রেডিট তত্ত্বীয় কোর্সে ৮০% চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং ২০% ইন-কোর্স থাকবে।

০৮. পরীক্ষার সময়কাল:

তত্ত্বীয় কোর্স: ৪/৩ ক্রেডিট কোর্সের জন্য ৪ ঘন্টা।
২ ক্রেডিট কোর্সের জন্য ৩ ঘন্টা।

ব্যবহারিক কোর্স: ৪/৩ ক্রেডিট কোর্সের জন্য ৬-১০ ঘন্টা (সংশ্লিষ্ট সিলেবাসে নির্ধারণ করা থাকবে) ।
২ ক্রেডিট কোর্সের জন্য ৩-৬ ঘন্টা (সংশ্লিষ্ট সিলেবাসে নির্ধারণ করা থাকবে) ।

০৯. উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি:

i) প্রতিটি তত্ত্বীয় কোর্সের উত্তরপত্র একক পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন হবে। OMR যুক্ত মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্র ও নম্বরপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত প্রধান পরীক্ষকের নিকট যথারীতি জমা দিতে হবে।

ii) অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত পরীক্ষক দ্বারা ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা পরিচালিত হবে। পরীক্ষকগণ পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা পরিচালনা করবেন এবং নম্বর প্রদান করবেন। ব্যবহারিক পরীক্ষার লিখিত অংশের মূল্যায়নকৃত নম্বর ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মোট প্রাপ্ত নম্বর পরীক্ষা সম্পন্ন হবার অব্যবহিত পরে অন লাইনে ও হার্ড কপি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

১০. পাঠদান ও পরীক্ষার মাধ্যমঃ

পাঠদানের মাধ্যম হবে বাংলা অথবা ইংরেজি। পরীক্ষার উত্তরপত্রে বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষার যে কোন একটি মাধ্যমে লিখতে হবে। উদ্ধৃতি ও টেকনিক্যাল শব্দ ব্যতিত একই কোর্সের উত্তরপত্রে বাংলা ইংরেজির মিশ্রণ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ভাষা সাহিত্যের বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে পাঠদান ও পরীক্ষার মাধ্যম সংশ্লিষ্ট ভাষায় হবে।

১১. পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতাঃ

(ক) মাস্টার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা হিসাবে মোট লেকচার ক্লাস/ব্যবহারিক ক্লাসের ন্যূনতম ৭৫% উপস্থিতি থাকতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশের ভিত্তিতে উপস্থিতি ৭৫%-এর কম এবং ৬০% বা তার বেশি থাকলে তা বিবেচনার জন্য সুপারিশ করতে পারবেন। ৭৫% এর কম উপস্থিতির জন্য পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় ৫০০ (পাঁচশত) টাকা নন-কলেজিয়েট ফি অবশ্যই জমা দিতে হবে।

(খ) পরীক্ষার জন্য প্রেরিত পরীক্ষার্থীদের আবেদনপত্রে অধ্যক্ষ/বিভাগীয় প্রধান প্রত্যয়ণ করবেন যে-

(i) পরীক্ষার্থীর আচরণ সন্তোষজনক ;

(ii) লেকচার ক্লাস, ব্যবহারিক ক্লাস, ইন-কোর্স ও মাঠ পর্যায়ে তার উপস্থিতি সন্তোষজনক ;

(iii) পরীক্ষার্থী কলেজের সকল অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আরোপিত সকল শর্ত পূরণ করেছে।

১২. গ্রেডিং সিস্টেমঃ

উত্তরপত্র নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে। একজন পরীক্ষার্থীর তত্ত্বীয়, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরকে লেটার গ্রেড (Letter Grade) ও গ্রেড পয়েন্টে (Grade Point) রূপান্তর করা হবে। পরীক্ষার্থীর ফলাফল মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত লেটার গ্রেড ও সংশ্লিষ্ট গ্রেড পয়েন্ট থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি অনুযায়ী গাণিতিক (numerical) নম্বর, লেটার গ্রেড ও গ্রেড পয়েন্ট হবে নিম্নরূপঃ

Numerical Grade	Letter Grade (LG)	Grade Point (GP)
80% or above	A+ (Plus)	4.00
75% to less than 80%	A (Plain)	3.75
70% to less than 75%	A- (Minus)	3.50
65% to less than 70%	B+ (Plus)	3.25
60% to less than 65%	B (Plain)	3.00
55% to less than 60%	B- (Minus)	2.75
50% to less than 55%	C+ (Plus)	2.50
45% to less than 50%	C (Plain)	2.25
40% to less than 45%	D (Plain)	2.00
<40%(less than 40%)	F (Fail)	0.00

পাশ গ্রেডঃ

কোর্সের ক্রেডিট	(৪ ক্রেডিট)	(২ ক্রেডিট)
পাস গ্রেড	D	D
গণনাযোগ্য ক্রেডিট	D	D

১৩. উত্তীর্ণ গ্রেডঃ

ক) ছাত্র-ছাত্রীদের নির্ধারিত সকল (তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক) কোর্সে এবং মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সকল নির্ধারিত কোর্স ও মৌখিক পরীক্ষায় ৪০% বা D গ্রেড বা গ্রেড পয়েন্ট ২ পেয়ে পাশ করতে হবে। যে সকল কোর্সে D বা তদূর্ধ্ব গ্রেড অর্জিত হবে শুধুমাত্র সে কোর্সগুলোর ক্রেডিট ফলাফলের গণনায় আনা হবে।

খ) তত্ত্বীয়, ব্যবহারিক এবং মৌখিক পরীক্ষার প্রতিটিতে আলাদা ভাবে পাশ করতে হবে।

গ) কোন কোর্সে অনুপস্থিত বা F গ্রেড থাকলে পরীক্ষার্থীর GPA গননা করা হবে না এবং তার ফলাফল অকৃতকার্য(Fail)দেখানো হবে।

১৪. সিজিপিএ (CGPA) নির্ণয়ঃ

প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স ও মাস্টার্স প্রোগ্রাম এক বছরের কোর্স এবং ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে সিজিপিএ (CGPA) নির্ধারণ করা হবে। তত্ত্বীয়, ব্যবহারিক ও মৌখিক সকল পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট গ্রেড পয়েন্ট ও ক্রেডিট এর ভিত্তিতে CGPA নির্ধারণ করা হবে। D এর নীচে প্রাপ্ত গ্রেডের জন্য কোন ক্রেডিট অর্জিত হবে না এবং তা F (Fail) গ্রেড বলে বিবেচিত হবে। CGPA নির্ধারণের নিয়ম নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

এক বছরে একজন বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র/ছাত্রী পেয়েছে ঃ

Course Code No	No. of credits	Marks Obtained (%)	Letter grade (LG)	Earned Grade points (EGP)	Total Points Secured (TPS)= No of Credits X Grade Point
2012	4	75	A-	3.50	4x3.50 = 14.00
2013	4	70	B+	3.25	4x3.25 = 13.00
2014	4	65	B	3.00	4x3.00 = 12.00
Total		-	-	-	= 39.00

Total Credits Earned in a year = 4+4+4=12

$$\text{CGPA} = \frac{\text{Total Points secured in a year} = 39}{\text{Total credits earned in a year} = 12}$$

= 3.25

১৫. কোর্সভিত্তিক নম্বরবন্টনঃ

৪ ক্রেডিট এর প্রতিটি তত্ত্বীয় কোর্সে ইন-কোর্স (১৫%) ও ক্লাসে উপস্থিতি (৫%)'র ক্ষেত্রে নম্বর হবে ২০% এবং লিখিত পরীক্ষার নম্বর হবে ৮০%। প্রত্যেক বর্ষের ক্লাস শুরু থেকে ১৫ সপ্তাহের মধ্যে প্রতিটি কোর্সের অর্ধেক পাঠ্যসূচী শেষ করে পঠিত অংশের উপর কোর্স শিক্ষককে একটি ইন-কোর্স পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। একইভাবে পরবর্তী ১৫ সপ্তাহের মধ্যে পাঠ্যসূচীর বাকী অর্ধেক শেষ করে এ অংশের উপর আর একটি ইন-কোর্স পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অভ্যন্তরীণভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে ০২টি ইন-কোর্স ও ক্লাসে উপস্থিতির জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বরপত্রের এক কপি সংশ্লিষ্ট কোর্সের কোড নম্বর ও শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বরের বিপরীতে অন-লাইনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। এক কপি নম্বরপত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এর নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং এক কপি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।

ক্লাসে উপস্থিতির ভিত্তিতে নম্বর বণ্টন হবে নিম্নরূপঃ

Attendance range (in percent)	Marks
90% or above	5.00
85% to less than 90%	4.50
80% to less than 85%	4.00
75% to less than 80%	3.50
70% to less than 75%	3.00
65% to less than 70%	2.50

less than 65%	0.00

প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রাপ্তির পর কলেজের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ২০% নম্বরের একটি ইন-কোর্স পরীক্ষা গ্রহণ করে প্রাপ্ত নম্বর রেজিস্ট্রেশন নম্বরের বিপরীতে অন-লাইনে প্রেরণ করতে হবে। এক কপি নম্বর পত্র সংরক্ষণ করে এক কপি ফরম পূরণের বিবরণী ও ফি জমা দানের স্লিপের সাথে জমা দিতে হবে।

প্রাইভেট শিক্ষার্থীদের সিলেবাসে উল্লেখিত ০২ ক্রেডিটের টার্মপেপার ও ০২ ক্রেডিটের মৌখিক পরীক্ষার পরীবর্তে ০৪ (চার) ক্রেডিটের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

১৬. মৌখিক পরীক্ষা:

(ক) তত্ত্বীয়, ব্যবহারিক ও মৌখিক সকল পরীক্ষকের তালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডাটা বেইজ (TMIS) হতে নির্ধারণ করা হবে। মৌখিক/ব্যবহারিক পরীক্ষা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত প্রতিনিধি ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না। এরূপ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য মনোনীত কোন শিক্ষক দায়িত্ব পালন না করলে বা করতে ব্যর্থ হলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি গ্রহণপূর্বক নিকটবর্তী কোন কলেজ হতে একজন উপযুক্ত শিক্ষককে দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি লিখিতভাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে অবহিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি ছাড়া অন্য কোন শিক্ষককে দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা যাবে না। **প্রতিদিন অনধিক ৪০ (চল্লিশ) জন পরীক্ষার্থীর ব্যবহারিক/মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা যাবে।**

(খ) উপযুক্ত কারণবশত: একজন শিক্ষার্থী যদি মৌখিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণে ব্যর্থ হয় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পূর্বে বিশেষ বিবেচনায় মৌখিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পাবে। সে ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের যাবতীয় খরচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত হারে বহন করতে হবে।

(গ) মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হলে একজন শিক্ষার্থী শুধুমাত্র একবার পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের সাথে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

(ঘ) মৌখিক/ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মৌখিক/ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর কেন্দ্র হতে অন-লাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করবেন এবং এর একটি কপি অধ্যক্ষের নিজ দায়িত্বে গোপনীয়ভাবে সংরক্ষণ করবেন।

১৭. গ্রেড উন্নীতকরণ:

(ক) একজন শিক্ষার্থী গ্রেড উন্নীতকরণের জন্য শুধুমাত্র C এবং D গ্রেড প্রাপ্ত কোর্সে ঠিক পরবর্তী ব্যাচের পরীক্ষার সময় চলতি সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে। তবে কোন পরীক্ষার্থী C বা D গ্রেড প্রাপ্ত একটি কোর্সে একবারের বেশী গ্রেড উন্নীতকরণের সুযোগ পাবে না। কোন শিক্ষার্থী যদি গ্রেড উন্নীত করতে ব্যর্থ হয় তাহলে ঐ কোর্সে তার পূর্বের গ্রেড বহাল থাকবে। গ্রেড উন্নতিকরণে ক্ষেত্রে ১ম অথবা ২য় বারের পরীক্ষার মধ্যে যে গ্রেড উচ্চতর হবে তা যোগ করা হবে এবং তার ভিত্তিতেই ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। F গ্রেড প্রাপ্ত কোর্সে রেজিস্ট্রেশন মেয়াদ সাপেক্ষে একাধিকবার পরীক্ষা দেয়া যাবে। একজন শিক্ষার্থী CGPA উন্নয়নের জন্য রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে শুধুমাত্র চূড়ান্ত ফল প্রকাশের পরবর্তী বছর সর্বোচ্চ দুইটি কোর্সের (C বা D প্রাপ্ত) পরক্ষীয় অংশ নিতে পারবে। এ সকল কোর্সে গ্রেড উন্নয়ন করা যাবে না।

(খ) ইন-কোর্স, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় গ্রেড উন্নতিকরণ কোন সুযোগ থাকবে না।

১৮. ডিগ্রি প্রাপ্তির যোগ্যতাসমূহ:

মাস্টার্স ডিগ্রি পেতে হলে একজন শিক্ষার্থীকে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে।

(ক) CGPA এর ভিত্তিতে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

(খ) একজন শিক্ষার্থীকে সকল তত্ত্বীয়/ব্যবহারিক/টার্ম পেপার/মাঠকর্ম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অব্যশই ন্যূনতম GPA ২ পেতে হবে। অন্যথায় সে উক্ত প্রোগ্রামে অকৃতকার্য বলে গণ্য হবে।

(গ) প্রতিটি মৌখিক পরীক্ষায় পৃথকভাবে গ্রেড পয়েন্ট ২ অর্জন করতে হবে। কোন বর্ষে মৌখিক পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় GPA অর্জনে ব্যর্থ হলে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যাচের সাথে মৌখিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পাবে।

(ঘ) সকল কোর্সের (তত্ত্বীয়/ব্যবহারিক/ টার্ম পেপার/মৌখিক) পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ বাধ্যতামূলক এবং নূন্যতম গ্রেড পয়েন্ট ২.০০ বা D গ্রেড পেয়ে পাশ করতে হবে। কাঙ্খিত গ্রেড পয়েন্ট (২.০০) না পেলে অর্থাৎ F গ্রেড পেলে সেই ছাত্র-ছাত্রীকে

রেজিস্ট্রেশনের তিন বছর মেয়াদের মধ্যে আবার পরীক্ষা দিয়ে গ্রেড পয়েন্ট ২.০০ (D) অর্জন করতে হবে এবং ডিগ্রি প্রাপ্ত হবে। উল্লেখ্য যে, এক বা একাধিক কোর্সে F গ্রেড পেলে কোনক্রমেই তাকে ডিগ্রি দেয়া হবে না।

১৯. ট্রান্সক্রিপ্টসঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে ফলাফলের ট্রান্সক্রিপ্ট ও সাময়িক সনদ প্রদান করা হবে। সর্বশেষ ট্রান্সক্রিপ্টে CGPA উল্লেখ্য থাকবে। ট্রান্সক্রিপ্টে কোন গাণিতিক নম্বর থাকবে না। ট্রান্সক্রিপ্টে সকল রেজিস্টার্ড কোর্স দেখানো থাকবে।

২০. টার্ম পেপারঃ

(ক) মাস্টার্স প্রোগ্রামে যে সকল বিষয়ে টার্ম পেপার (term paper) আছে সে সকল বিষয়ে টার্ম পেপার তৈরীর কাজ তদারকির নিমিত্তে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগের সকল শিক্ষককে নিয়ে টার্ম পেপার (term paper) সম্পর্কিত একটি কমিটি গঠিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হবেন টার্ম পেপার সম্পর্কিত কমিটির সভাপতি। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী দুই কপি টার্ম পেপার জমা দিবে। তার মধ্যে প্রথমটি থাকবে সুপারভাইজরের (supervisor) জন্যে, দ্বিতীয়টি থাকবে দ্বিতীয় পরীক্ষকের জন্যে। উল্লেখ্য যে, সুপারভাইজার প্রথম পরীক্ষক হবেন। ক্লাস শুরুর প্রথম মাসেই টার্ম পেপারের (term paper) শিরোনাম তালিকাবদ্ধ করতে হবে। পাঠ্যসূচীর প্রধান দিকসমূহ থেকে টার্ম পেপার এর শিরোনাম নির্ধারণ করতে হবে। মূল্যায়ন শেষে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ফলাফল প্রকাশের ৬ মাস পযর্ন্ত টার্মপেপার সংরক্ষণ করবে এবং বিশ্বদ্যিালয় চাইলে তা পাঠাতে হবে।

(খ) প্রতিটি টার্ম পেপার বাংলা/ইংরেজিতে লিখতে হবে এবং প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী একজন সুপারভাইজরের তত্ত্বধানে থেকে টার্ম পেপার প্রস্তুত করবে। কমিটি তার পছন্দমত টার্ম পেপারের বিষয় (topic) ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ভাগ করে দিবে এবং কমিটিই শিক্ষকদের মধ্যে থেকে সিনিয়রিটি অনুসারে টার্ম পেপার এর সুপারভাইজর ও দ্বিতীয় পরীক্ষক নির্ধারণ করবে।

(গ) টার্ম পেপারে একটি ফ্রন্ট (front cover page) ও ইন-সাইড কভার পেজ (inside cover page) থাকবে। কভার পেজে বিষষের শিরোনাম, প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর নাম, রোল নং, সুপারভাইজরের নাম, পদবী ও তারিখ থাকবে। এ ছাড়া টার্ম পেপারের যথাস্থানে সুপারভাইজরের ঘোষণা-পত্র (declaration), এব্সট্রাক্ট (abstract), সূচিপত্র (Table of contents) এবং ২০-২৫ পাতার একটি পূর্ণ বিবরণ (body of the term paper), গ্রন্থপঞ্জী (bibliography) ও এপেডিক্স (appendices) থাকবে। A4 সাইজের কাগজে, টাইমস নিউ রোমান (Times New Roman) ছাঁচে, ১৪-ফন্টে শিরোনাম (tilte), ১৩-ফন্টে সাব-শিরোনাম (sub-title), ১২-ফন্টে মূল বডি (body of the term paper) ১.৫ লাইন দূরত্বে (1.5 space) লিখতে হবে।

(ঘ) কমিটি টার্ম পেপার জমা দেওয়ার তারিখ ঠিক করবে। ৫ মিনিটের Presentation এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। কমিটির সভাপতি, সুপারভাইজার (১ম পরীক্ষক) এর নম্বর, দ্বিতীয় পরীক্ষকের নম্বর ও তাঁদের দুইজনের (সুপারভাইজর ও দ্বিতীয় পরীক্ষক) প্রদত্ত নম্বরের গড় নম্বর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বরাবর পাঠিয়ে দিবে। কমিটির সভাপতি ও কমিটির সদস্যদের সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতে টার্ম পেপার সম্পর্কিত ফি নির্ধারণ করা হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের দেয়া ফি (fee)-এর টাকা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা থাকবে এবং পরবর্তীতে ফি হিসেবে দেয়া ছাত্র-ছাত্রীদের এ অর্থ টার্ম পেপার মূল্যায়নের জন্যে ব্যয় করা হবে।

২১. থিসিস পেপার সম্পর্কিতঃ

(ক) থিসিস গবেষণাঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সকল কলেজে মাস্টার্স প্রোগ্রামে নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের থিসিস নেয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে উল্লেখ থাকে যে, উক্ত কলেজসমূহে থিসিস গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে যথাযথ গবেষণাগার থাকতে হবে এবং থিসিস নেয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সুপারভাইজার হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য এমফিল/পিএইচডি ডিগ্রিধারী যোগ্য শিক্ষক থাকতে হবে। প্রয়োজনবোধে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি প্রতিষ্ঠিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে কো- সুপারভাইজার হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে। এ বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অনুমোদন নিতে হবে। স্নাতক পর্যায়ে CGPA 3.00 এর উপরে গ্রেডিং প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীরা থিসিস নিতে পারবে। একজন সুপারভাইজার সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) জন ছাত্র/ছাত্রীকে থিসিস গাইড করতে পারবেন।

(খ) থিসিস সম্পর্কিত কমিটিঃ প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী তার থিসিসের কাজ শেষ করে সংশ্লিষ্ট কলেজের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস জমা দিবে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা কমিটি সাথে আলাপ করে জমাকৃত থিসিস দুজন বহিঃ পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ন করাবেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক থিসিস এর ওপর মৌখিক পরীক্ষার জন্য একটি তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন

করবেন। কমিটিতে সুপারভাইজার একজন সদস্য হিসেবে কাজ করবেন এবং বাকী দুইজন সদস্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাহির থেকে নিয়োগ করা হবে। থিসিস এর মৌখিক পরীক্ষার জন্য গঠিত কমিটির বহিঃ সদস্য দু'জনের মধ্যে যিনি সিনিয়র তিনি হবেন এ কমিটির সভাপতি। উল্লেখ থাকে যে, মৌখিক পরীক্ষাটি প্রেজেন্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে সম্পন্ন হবে। মৌখিক পরীক্ষার সময় জমাকৃত থিসিসের মূলকপি অবশ্যই সাথে আনতে হবে। থিসিসের প্রাপ্ত নম্বর সন্তোষজনক হলেই মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

Distribution of Marks in Question Paper

Credits: 4 **Time of Examination: 4 Hours**

Question Types		Details	Marks
Part-A	Shortest questions such as definition/quizes (covering all the chapters of the syllabus).	10 Questions out of 12. Question No. 1(a-l).	1x10=10
Part-B	Short questions such as conceptual/numerical (covering all the chapters of the syllabus).	5 Questions out of 8. Question No. 2-9.	4x5=20
Part-C	Broad questions such as analytical/conceptual/numerical (covering all the chapters of the syllabus).	5 Questions out of 8. Question will be divided into (i), (ii) & (iii) etc. sub-sections. Question No. 10-17.	10x5=50
	Final Exam		80
	The course teacher as per the instruction of the ordinance will conduct in-course test.		20
	Total Marks		100

Credits: 2 **Time of Examination: 3 Hours**

Question Types		Details	Marks
Part-A	Shortest questions such as definition/quizes (covering all the chapters of the syllabus).	10 Questions out of 12. Question No. 1(a-l).	1x10=10

Part-B	Short questions such as conceptuual/numerical (covering all the chapters of the syllabus).	5 Questions out of 8. Question No. 2-9.	2x5=10
Part-C	Broad questions such as analytical/conceptual/numerical (covering all the chapters of the syllabus).	5 Questions out of 8. Question will be divided into (i), (ii) & (iii) etc. sub-sections. Question No. 10-17.	4x5=20
		Final Exam	40
	The course teacher as per the instruction of the ordinance will conduct in-course test.		10
		Total Marks	50